উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২৫ আশ্বিন ১৪২৫ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 12 October 2018 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ ঃ http://www.uttarbangasambad.in MLD

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ও তথ্যকেন্দ্র নিবেদিত
৩৪০ পাতা শারদাঞ্জলি ৫০ টাকা
অপ্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র। ৪টি উপন্যাস। ২টি অণু উপন্যাস। ৪টি বড়োগল্প। একডজনেরও বেশি ছোটোগল্প। ৬টি বিশেষ রচনা। ৬টি ভ্রমণ। কবিতা, কমিকস প্রভৃতি। এখনই খোঁজ করুন নিউজ স্টলে
সেরা আকর্ষণ শতাধিক অণুগল্প

বিশ্ব বাজারে ধস, পড়ল ভারতের বাজার

মুম্বই, ১১ অক্টোবর ঃ মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার পতন যেমন অব্যাহত রয়েছে, তেমনই শেয়ার বাজারের একই অবস্থা। বৃহস্পতিবার বাজার খোলার পর বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১০৩৭.৩৬ পয়েন্ট নেমে যায়। বাজার বন্ধের সময় সেনসেক্স প্রায় ৭৫৯ পয়েন্ট নেমে যায়। তখন সেনসেক্স ছিল ৩৪০০১.১৫ পয়েন্টে। এর পাশাপাশি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি নেমে যায় ৩২১.৫ পয়েন্ট। বাজার বন্ধের সময় নিফটি এদিন ১০৩০০–র নীচে নেমে গিয়েছিল। এদিন শেষপর্যন্ত নিফটি ছিল ১০২৩৪.৬৫ পয়েন্টে। এদিন ডলার পিছু টাকার দাম ২৪ পয়সা কমে যায়। শেষপর্যন্ত ডলারের তুলনায় টাকার দাম ছিল ৭৪.৪৬। শুধু যে ভারতের বাজারের পতন হয়েছে তাই নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও এদিন টালমাটাল অবস্থা ছিল।

বাজার বিশেষজ্ঞ শুভদীপ নন্দী বলেছেন, 'গতকাল মার্কিন শেয়ার বাজারে পতন হয়েছিল। সেখানে বিশেষত লাক্সারি সেক্টর ও টেকনোলজি সেক্টরে পতন হয়। এছাড়া আমেরিকায় ট্রেজারি বন্ডে সুদের হার ৩.২ শতাংশ ছাড়িয়ে যাওয়ায় বাজারে তার প্রভাব পড়ে। ২০০৮ সালের পরে আর কখনও মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের সুদের হার এত বেশি ছিল না।' শুভদীপবাবুর ব্যাখ্যা হল, সারা পৃথিবীর বিনিয়োগকারীরা মার্কিন ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করেন। কারণ তাঁরা দেখেছেন এই বন্ডে বিনিয়োগ করলে তেমন কোনো ঝুঁকি নেই যত ঝুঁকি আছে শেয়ার বাজারে। অর্থাৎ বিনা ঝুঁকিতে যদি ৩.২ শতাংশ হারে সুদ পাওয়া যায় তাহলে বিনিয়োগকারীরা সাধারণত শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে চান না। বরং এইসব ক্ষেত্রে তাঁরা বাজার থেকে টাকা তুলে মার্কিন ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করেন। তিনি বলেছেন, 'মার্কিন ট্রেজারি বন্ডে সুদের হার বেড়ে যাওয়ায় শেয়ার বাজারে বিক্রির পরিমাণও বেড়ে যায়, গতকাল যার প্রভাব দেখা গিয়েছে ইউরোপের শেয়ার বাজারেও। বৃহস্পতিবার সকালে এর ফলে এশিয়ার শেয়ার বাজারগুলোতে বিক্রির জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।' তিনি জানান, তাইওয়ান এক্সচেঞ্জ একসময় ৬ শতাংশের নীচে নেমে যায়। চিনের অন্তত ১০০০ প্রধান শেয়ারের দাম পড়তে শুরু করে। নিউজিল্যান্ডে একদিনেই যতটা পতন হয়েছে ২০০৮ সালের পরে আর কখনও তা হয়নি। আন্তর্জাতিক বাজারের অবস্থা বিশ্লেষণ করে ভারতের বাজার সম্পর্কে শুভদীপ নন্দী বলেন, 'ভারতের বাজারে নিফটি খোলে ২০০ পয়েন্ট নীচে। আমাদের দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিস্থিতি মোকাবিলায় হস্তক্ষেপের চেষ্টা করায় একসময় বাজার ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু পরে আবার বাজারে পতন আসে।' তাঁর ব্যাখ্যা হল, এখনও পর্যন্ত শেয়ার বাজারে পতনের কারণ ছিল প্রধানত অভ্যন্তরীণ। কিন্তু এদিন শেয়ার বাজারের পতনের পিছনে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এদিন সেনসেক্সের *এরপর নয়ের পাতায়*

বৃহস্পতিবার ডলার পিছু টাকার দাম ২৪ পয়সা কমে যায়। এদিন ডলারের তুলনায় টাকার দাম ছিল ৭৪.৪৬। শুধু যে ভারতের বাজারের পতন হয়েছে তাই নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও এদিন টালমাটাল অবস্থা ছিল।

দালালরাজে হাহাকার ট্রেনের টিকিটের

দীপংকর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১১ অক্টোবর ঃ কলকাতা বা ভিনরাজ্যে যাওয়ার কোনো ট্রেনের মিলছে না কনফার্ম টিকিট। উৎসব মরশুমে পূর্ব রেল এবং এনএফ রেল অনেকগুলি পুজো স্পেশাল ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করেছিল। উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেল উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা–হাওড়া পর্যন্ত অনেক নতুন ট্রেন চালাবে বলেও জানিয়েছে। কিন্তু জেলাবাসীর ভাগ্যে জোটেনি কোনো নতুন ট্রেন। একমাত্র ভরসা রাধিকাপুর–কলকাতা এক্সপ্রেস। তাই এই ট্রেনের এসি টু, থ্রি টায়ারে এবং স্লিপারে যাঁরা কলকাতা যাবেন বা আসবেন তাঁরা কেউই কনফার্ম টিকিট বা রিজার্ভেশন পাচ্ছেন না। টিকিটের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও না দেওয়া হল এই ট্রেনের বাড়তি কোচ, না দেওয়া হল রাধিকাপুর–কলকাতা দিনের ট্রেন। অভিযোগ, এই সুযোগ নিয়েছে টিকিটের কালোবাজারি চক্র। এদের দাপটে ট্রেনের টিকিট রেলের নিজস্ব কাউন্টার থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ বেআইনিভাবে অন্যযাত্রীর নামে অতিরিক্ত টাকায় বৈধ ট্রেনের টিকিট বিক্রি চলছে অবাধে। কেউ কেউ দালালদের সঙ্গে রেলকর্মীদের একাংশের যোগসাজসের অভিযোগ তুলেছেন। পুজোর মরশুমে বাইরে ঘুরতে যাওয়ার হিড়িক লেগেছে। এই সুযোগ নিচ্ছেন দালালরা। রেলের কম্পিউটারাইজড কাউন্টারে টিকিট না পেয়ে দালালদের কাছ থেকে বেশি দামে টিকিট কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। পুজোর কারণে দালালরা একটি টিকিটে যাত্রীদের কাছ থেকে তিনগুন বা চারগুন দাম বেশি নিচ্ছে বলে অভিযোগ।

রায়গঞ্জ মহকুমার ৪টি ব্লকের বাসিন্দাদের কলকাতায় যাওয়া–আসার একমাত্র ভরসা রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেন। তাই টিকিটের ভীষণ চাহিদা থাকে। বছরের অন্যান্য সময়ে ১৫ দিন আগে কম্পিউটারাইজড বুকিং কাউন্টার থেকে টিকিট না কাটলে যাত্রীদের টিকিট পাওয়া দুষ্কর হয়ে যায়। বিশেষ প্রয়োজনে রাধিকাপুর–কলকাতা এক্সপ্রেস ট্রেনে কলকাতা যাওয়ার টিকিট কাটতে গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হয় অনেককে। আইআরসিটিসি'র অনুমোদিত বেসরকারি টিকিট বুকিং কাউন্টারগুলি থেকে অনেক সময় কনফার্ম টিকিট বা রিজার্ভেশন পাওয়া যায় না। অথচ রেলের বুকিং কাউন্টারে দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে সহজেই মিলে কনফার্ম টিকিট। তবে এজন্য যাত্রীদের বহন করতে হয় কয়েকগুন বেশি টাকা। রেলযাত্রীদের অভিযোগ, রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিটের ভীষণ চাহিদা থাকায় রিজার্ভেশন পেতে হয়রানি হতে হয়। অথচ রেলদপ্তর নতুন ট্রেন চালুর ব্যাপারে উদাসীন। রায়গঞ্জ নাগরিক কমিটির সম্পাদক তপন চৌধুরি বলেন, একটিমাত্র ট্রেন থাকায় টিকিটের ভীষণ চাহিদা। ফলে বাধ্য হয়েই সাধারণ যাত্রীদের বেশি দাম দিয়ে টিকিট কিনতে হচ্ছে। সন্ধ্যার ট্রেনের সঙ্গে কয়েকটি কোচ জুড়ে দিলে এবং দিনের ট্রেনটি চালু হলে এই সমস্যায় পড়তে হবে না যাত্রী সাধারণকে। রায়গঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনু বন্ধু লাহিড়ি বলেন, রেলের টিকিটে *এরপর নয়ের পাতায়*

আজকের দাম

পেট্রোল–৮৩.০৩
ডিজেল– ৭৬.৩২

সূত্র– ইন্ডিয়ান অয়েল
তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম কমবেশি হবে।

প্রতিমায় শেষ তুলির টান। *বালুরঘাটের কচিকলা ক্লাবের ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।*

২৫০কোটির বিনিয়োগ আসতে চলেছে মালদায়

রাজশ্রী প্রসাদ ● পুরাতন মালদা

১১ অক্টোবর ঃ মালদায় শিল্পক্ষেত্রে এবার প্রায় ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে অম্বুজা গোষ্ঠী। বৃহস্পতিবার গৌড়বঙ্গের তিন জেলার উদ্যোগপতিদের নিয়ে আয়োজিত শিল্প সম্মেলনে একথা ঘোষণা করলেন মালদার জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য। পুরাতন মালদার নারায়ণপুরে রাজ্য সরকারের শিল্পতালুকের কাছেই সিমেন্ট কারখানা তৈরির জন্য সংস্থাটি ওই বিনিয়োগ করবে বলে জানান তিনি। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই ওই শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে সমস্ত চুক্তি প্রায় পাকা হয়ে গেছে। এমনকি সিমেন্ট কারখানার জন্য নারায়ণপুরের শিল্প তালুকের উলটো দিকে জাতীয় সড়কের ধারে ৬৫ একর জমি চিহ্নিত করার কাজও শেষ।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন পর্ষদ বা ডব্লিউবিআইআইডিসি মারফত জমি হস্তান্তর ও শিল্প সংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন পর্ষদের আধিকারিকরা। পর্ষদের মালদা জোনের প্রযুক্তি আধিকারিক উদয়কুমার কুণ্ডু জানান, ইতিমধ্যেই ওই শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়েছে। তাঁরা যে জমি চেয়েছিলেন তাও বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী দু'বছরের মধ্যেই নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ সম্পূর্ণ করে ইউনিটটি চালু করা যাবে বলে আশা করি। এখানে সিমেন্ট কারখানা হলে ওই এলাকার প্রায় ৩০০ মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এত বড়ো মাপের বিনিয়োগকে জেলা প্রশাসনের সাফল্য হিসাবেই ধরা হচ্ছে। যখন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শিল্পে বিনিয়োগ টানার ব্যাপারে দেশবিদেশ চষে ফেলছেন, তখন এই বিনিয়োগ উত্তরবঙ্গের এই জেলাকে রাজ্যের শিল্প মানচিত্রে অনেকটাই ওপরের দিকে তুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের পর এতদিন ধরে নারায়ণপুর এলাকার শিল্পতালুকে সার্ভিস রোড সংক্রান্ত সমস্যার জন্য শিল্পপতিদের সমস্যা হচ্ছিল। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সেই সমস্যাও মিটিয়ে ফেলা হয়েছে বলে জানান জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, শিল্পে বিনিয়োগ টানতে গেলে লগ্নিকারীদের পরিকাঠামোগত সুবিধা দিতে হবে। জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই ওই এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, দুইহাজার কুড়ি সালের মধ্যেই ওই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে যাবে। এদিকে শিল্পপতিদের আকর্ষণ করবার জন্য জেলাশাসকদের আরও তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিলেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। কোথাও শিল্পের জন্য জমি চেয়ে পাচ্ছেন না ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপতিরা, তো কোথাও আবার সরকারি লাল ফিতের ফাঁসে আটকে আছে শিল্প স্থাপনের কাজ। এই সমস্যা মেটাতে বাড়তি উদ্যোগ নিতে হবে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকদেরই। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা এই তিন জেলার উদ্যোগপতিদের নিয়ে রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পদপ্তর আয়োজিত সম্মেলন সিনার্জি–২০১৮তে জেলাশাসকদের এমনই পরামর্শ দিলেন আলাপনবাবু।

তিনি জানান, হাওড়া, হুগলি সমেত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প যেভাবে বিকাশ লাভ করছে সেই তুলনায় গৌড়বঙ্গের তিন জেলায় উন্নয়নের গতি খানিক শ্লথ। তাই লগ্নিকারীদের কাছে শিল্প তৈরির পথ মসৃণ করতে বিভাগীয় মেলবন্ধন আরও দৃঢ় করার পরামর্শ দেন তিনি। একইসঙ্গে শিল্প সংক্রান্ত লাইসেন্স, পারমিট ও অনুমোদনের কাজ দ্রুত মিটিয়ে ফেলার ওপর জোর দেন আলাপনবাবু। বৃহস্পতিবার পুরাতন মালদার সাহাপুরের একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে আয়োজিত হয় ওই শিল্প সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন তিন জেলার জেলাশাসক, মালদার পুলিশ সুপার, রাজ্য ও তিন জেলার শিল্পোন্নয়ন দপ্তরের একাধিক আধিকারিক এবং কৃষি, বিদ্যুৎ, ভূমি ও ভূমিরাজস্ব, দমকল ও অন্যান্য দপ্তরের সমস্ত আধিকারিকরা। ছিলেন সিআইআই ও মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্সের আধিকারিকরা।

শিল্পের ক্ষেত্রে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মূল সমস্যা হিসাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব ও পণ্যকে বাজারজাত করানোর সমস্যার কথা তুলে ধরেন জেলাশাসক দীপাপ প্রিয়া পি। উত্তর দিনাজপুরের *এরপর নয়ের পাতায়*

বক্তব্য রাখছেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। –সংবাদচিত্র

তিতলির ঝাপটায় লন্ডভন্ড অন্ধ্র–ওডিশা, মৃত আট

ভুবনেশ্বর ও কলকাতা, ১১ অক্টোবর ঃ ঘূর্ণিঝড় তিতলির ঝাপটায় লন্ডভন্ড হয়ে গেল ওডিশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকা। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ওডিশার গোপালপুরের। বৃহস্পতিবার ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঝড়ের গতিবেগ বেড়েছে। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও আতঙ্ক। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ছ'টায় ঘণ্টায় ১৬৫ কিলোমিটার গতিবেগে গোপালপুরে আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড়। অন্ধ্রপ্রদেশেও ঝড়ের তীব্রতা প্রায় একই মাপের ছিল। সতর্কতা হিসেবে ওডিশা ও অন্ধ্র উপকূল এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কয়েক লক্ষ মানুষকে। তিতলির জেরে এ দিন দুই রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হয়। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি কমে আসবে। তৈরি হবে গভীর নিম্নচাপ। পশ্চিমবঙ্গে ঝড় ঢুকবে নিম্নচাপ হিসেবে।

এ দিন পশ্চিমবঙ্গের উপর ঝড়ের প্রভাব সে ভাবে না পড়লেও কার্যত তছনছ করে দিয়েছে ওডিশা ও অন্ধ্রপ্রদেশকে। টেলিফোন ও বিদ্যুৎস্তম্ভের খুঁটি থেকে শুরু করে বাড়িঘর, গাছপালা অনেককিছুরই ঘাড় মটকে দিয়েছে ঘূর্ণিঝড়। দুর্যোগের জন্য স্কুল–কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয় গতকাল থেকেই। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে ওডিশা ও অন্ধ্রে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামে সাইক্লোন দুই ব্যক্তির প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের পালাসো রেলস্টেশন ও বিজয়নগরম ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী প্রায় সব জেলায় কমবেশি ক্ষতি হয়েছে। প্রত্যেকটি জেলাপ্রশাসনই রেড–অ্যালার্ট জারি করেছে। রাজ্যে তিতলির তাণ্ডব ও ক্ষয়ক্ষতি চাক্ষুষ করতে বৃহস্পতিবার বিকেলে শ্রীকাকুলাম গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রবাবু নাইডু। তিনি কথা বলেন দুর্যোগবিধ্বস্ত নাগরিকদের সঙ্গেও।

অন্ধ্রপ্রদেশে তিতলির তাণ্ডবে শ্রীকাকুলামে দুটি পৃথক ঘটনায় মৃত্যু হয় দু'জনের। বাড়ি ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয় সূর্য মণ্ডল নামে ৫৫ বছরের এক ব্যক্তির। ৬২ বছর বয়সি দ্বিতীয় ব্যক্তির মৃত্যু হয় গাছ চাপা পড়ে। ওডিশার গোপালপুরে একটি নৌকা ডুবে যায় ৫ মৎস্যজীবীকে নিয়ে। পরে *এরপর নয়ের পাতায়*

একঝলকে

- ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেক ঘণ্টায় ১৬৫ কিলোমিটার।
- বহু ট্রেন বাতিল। বহু ট্রেনের সময়সূচি ও যাত্রাপথ পরিবর্তিত।
- অন্ধ্রপ্রদেশে ক্ষতিগ্রস্ত তিন জেলা শ্রীকাকুলাম, বিজয়নগরম এবং বিশাখাপত্তনম।
- ওডিশা ক্ষতিগ্রস্ত গঞ্জাম, গজপতি, পুরী, খুর্দা এবং জগৎসিংহপুর।
- পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিঝড় ঢুকবে নিম্নচাপ হিসেবে।
- আগামী ৪৮ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।
- ওডিশা উপকূল থেকে ৩ লক্ষ মানুষকে সরানো হয়েছে।

মালদায় কাল শুরু পুজো

মালদা, ১১ অক্টোবর ঃ তিতলির ভ্রূকুটি মালদাতেও। সকাল থেকেই আকাশে কালো মেঘ। কখনও মুশলধারে, তো কখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি। তিতলির প্রভাবে শরতের বৃষ্টি শীতের আমেজ নিয়ে এলেও পুজো উদ্যোক্তাদের মাথায় হাত পড়েছে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে। শুধু পুজো উদ্যোক্তাদেরই মাথায় হাত নয়, মাথায় হাত পড়েছে মৃৎশিল্পী থেকে শুরু করে মণ্ডপশিল্পীদেরও। কারণ হাতে আর বেশি সময় নেই। শুক্রবার তৃতীয়া। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। শনিবার মালদা শহরের বেশ কয়েকটি পুজোর উদ্‌বোধন হবে।

এবছর গোলাপট্টির সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির ১১৯তম বর্ষ। বাজেট ১৩ লক্ষাধিক টাকা। এককথায় বিগ বাজেটের পুজো। এবার পুজোর থিম বাহুবলী২। ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে বিশাল মণ্ডপ। সেই কাজও প্রায় শেষ মুহূর্তে। তবে বুধবার শেষ রাত থেকে লাগাতার বৃষ্টিতে মণ্ডপের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। প্যান্ডেলের যত্রতত্র ফুটো হয়ে পড়ছে জল। প্যান্ডেলের রং গলে পড়ছে। বাইরে রাখা মডেল প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন মণ্ডপশিল্পীরা। কারণ, শনিবার পুজোর উদ্‌বোধন। যদিও পুজো কমিটির সম্পাদক অরুণেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি বলেন, বৃষ্টিতে কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। তা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ঠিক করার কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় প্রতিটি ক্লাবেরই একই পরিস্থিতি। কোথাও মণ্ডপে জমে গেছে জল, কোথাও প্রতিমার গায়ে জল পড়ে উঠেছে রং।

বহু মণ্ডপে প্রতিমা পৌঁছে গেলেও এখনও মালদার মৃৎশিল্পীদের কারখানায় থেকে গেছে দুর্গা মূর্তি। এদিন সকালে গিয়ে দেখা গেল কোথাও প্রতিমা মুড়ে ফেলা হয়েছে প্লাসটিক দিয়ে। কোথাও ভিজে যাওয়া প্রতিমা ব্লোয়ার দিয়ে শুকানো হচ্ছে।

এদিন সকালে প্যাঁচপ্যাঁচে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে উত্তর বালুচরে নিজের কারখানায় চোখ আঁকতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী চন্দন পন্ডিত। তিনি জানান, কী আর করা যাবে। আজই জয় মেমোরিয়ালের প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার কথা। তারমধ্যেই এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়। কিন্তু বৃষ্টি বলে তো আর ক্লাবের সদস্যারা শুনবে না। তাই কোনোরকমে রংয়ের কাজ চলছে। উলটে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কী বলছে আবহাওয়া দপ্তর! আর কতদিন চলবে বৃষ্টি! মণ্ডপ সজ্জাশিল্পী গোপাল বালা বলেন, এবার তিনি মালদা শহরের দুটি প্যান্ডেল তৈরি করছেন। এরমধ্যে একটি তৈরি হচ্ছে রাজবাড়ির আদলে। ভিতরের কাজ শেষ হয়ে গেছে। আজ থেকে বাইরের *এরপর নয়ের পাতায়*

এপারের পুজো মাতাবে ওপারের বাঙালিয়ানা

রাজু হালদার ● গঙ্গারামপুর

১১ অক্টোবর ঃ বাংলা ভাগের আক্ষেপ বরারই সীমান্তের দুপাশের বাঙালিদের মধ্যে রয়েছে। সীমান্তের কাঁটাতার আজও বিদ্ধ করে দু'পারের বাঙালিদের হৃদয়কে। বাঙালির এই আক্ষেপকে দূর করতে উদ্যোগী হয়েছে গঙ্গারামপুরের নাট্যসংসদ ক্লাব। এবারের নাট্য সংসদদের দুর্গাপুজোর থিম। 'এপারের পুজোয় ওপারের বাঙালিয়ানা'।

প্রতিবছর বাংলাদেশে পয়লা বৈশাখ দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে পালন করা হয়। পয়লা বৈশাখের দিন বাংলাদেশে এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। সেই শোভাযাত্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষক–শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের তৈরি বিভিন্ন রঙিন মুখোশ, প্ল্যাকার্ডের সৌন্দর্য সারা বিশ্ববাসীর নজর কাড়ে। বাংলাদেশের পয়লা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রার আদলে তৈরি মুখোশ এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে এবারে ২৪তম বর্ষে সেজে উঠেছে গঙ্গারামপুর নাট্যসংসদের পুজো প্যান্ডেল। থার্মোকলের ওপর নির্মিত বিভিন্ন মুখোশ, রঙিন কাপড়ের অপূর্ব ব্যবহার ইতিমধ্যে অপরূপ সৌন্দর্যে সেজে উঠেছে পুজো প্রাঙ্গণ। সেই সঙ্গে নিজস্ব ভাবনায় তৈরি আলোকসজ্জা এবং টেরাকোটার শিল্পের সঙ্গে আলোজসজ্জার ব্যবহার দর্শকদের নজর কাড়বে বলে পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি। সেই সঙ্গে পুজো প্যান্ডেলে প্রবেশের আগে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে পুজো উদ্যোক্তারা সুদৃশ্য আলপনায় সজ্জিত করে তুলেছেন। এর ফলে পথসৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। প্যান্ডেলের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে মৃৎশিল্পী জয় পালের হাত ধরে সাবেকি প্রতিমা তৈরি হয়ে চলেছে। এপ্রসঙ্গে পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য অরিন্দম সরকার বলেন, প্রতিবছর নাট্যসংসদ নতুন কিছু করার চেষ্টা করে। ইতিপূর্বে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের পয়লা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রার ছবি দেখি। সেই ছবি থেকে মুখোশ সহ অন্যান্য সৌন্দর্যবর্ধনকারী শিল্পকে দেখে আমাদের ভীষণ ভালো লাগে। এরপর আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় যোগাযোগ করে বেশ কিছু ছবি নিই এবং তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নিই বাংলাদেশের এই বিশেষ শিল্পকে নিয়ে আমাদের পুজোর থিম করব। বর্তমানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। আশা করছি, আমাদের উদ্যোগ দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে ওপারের সংস্কৃতির সঙ্গে এপারের সংস্কৃতির মেলবন্ধনের মাধ্যমে। এপ্রসঙ্গে কালিয়াগঞ্জে থেকে আগত শিল্পী নীহার দেবনাথ জানান, 'পুজোয় নতুন কিছু করার জন্য প্রতিবছর আমি গবেষণা করি। এবারে বাংলাদেশের মঙ্গল শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে এপারের পুজোয় ওপারের বাঙালিয়ানা নিয়ে কাজ করছি, ইতিমধ্যে এই পুজো শহরে চমক সৃষ্টি করেছে।' আমরা আমাদের কাজের মাধ্যমে ওপারের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

গঙ্গারামপুরের রাস্তা জুড়ে পুজোয় দেখা যাবে এমন আলপনা।–সংবাদচিত্র

ইউনিসেফে পুরস্কৃত দুর্গতিনাশিনীরা

কল্লোল মজুমদার ● মালদা

১১ অক্টোবর ঃ কারও কাছে ঘরের মেয়ে উমা। কারও কাছে আবার দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। আর ক'দিন পরে সেই দেবীরই আরাধনা। আপাতত তা নিয়েই মত্ত বঙ্গবাসী। আর তারই মাঝে দিয়া, রিয়াঙ্কা, দীপা, নূরজাহানদের পুরস্কৃত করল ইউনিসেফ। চরিত্রে যে ওরাও তাই। একদিকে ঘরের মেয়ে, আবার আরেকদিকে এমনি আরও একাধিক ঘরের মেয়ের কাছে তারাই দুর্গতিনাশিনী।

বিশ্ববাসীর দুর্গতি নাশ করতে আসছেন মা দুর্গা। আর মালদা জেলার শিশুকন্যাদের দুর্গতি নাশ করতে আসরে নেমেছে ওরা। চারজনেই পড়াশনা করে। আর চারজনেই কোনো না কোনোভাবে এই সমাজে শোষিত এবং অত্যাচারিত। তবুও ওরা সেই শোষণ, সেই অত্যাচারকে জয় করে ময়দানে নেমেছে যাতে ওদের মতো আর কোনো কন্যাকে অত্যাচারিত না হতে হয়। ওদের মতো শিশু বয়সেই যাতে কাউকে বিয়ে করতে না হয় সেজন্য লড়াই চালিয়েছে দীপারা। যাতে সকলে পিঠে বই নিয়ে পড়াশোনা করতে যায় স্কুলে, সেই লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে গিয়েছে চারজন। দীপা, রিয়াঙ্কা, নূরজাহান, দিয়াদের এহেন সাহসিকতার জন্য বিশ্ব শিশুকন্যা দিবসে তাদের পুরস্কৃত করল ইউনিসেফ। বুধবার তাদের পুরস্কৃত করা হয় কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধিভবনে। দিয়া রায় (১৪), রিয়াঙ্কা তিওয়ারি (১৬), দীপা আগরওয়ালা (১৭) এবং নূরজাহান খাতুন (১৫) জানিয়েছে, এই পুরস্কার তাদের ভালো কাজ করবার আরও তাগিদ জোগাবে।

কিন্তু কেন ওরা দুর্গতিনাশিনী?

রিয়াঙ্কা তিওয়ারি বাড়ি মালদার বুলবুলচণ্ডিতে। বাবা উমেশ তিওয়ারি পেশায় সামান্য দিনমজুর। রিয়াঙ্কা তিওয়ারি যখন স্থানীয় আরএন রায় গার্লস হাইস্কুলের ক্লাস সিক্সে পড়ত, ঠিক তখনই পাশের গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেন বাবা–মা। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি যেতেই শুরু হয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রিয়াঙ্কা পালিয়ে আসে বাপের বাড়িতে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে ফের স্কুলে গিয়ে শুরু করে পড়াশোনা। কিন্তু তাতেই নিষ্কৃতি পায় না সে। স্কুলে যাওয়ার পথে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কাছে শুনতে হত কটূক্তি। অবশেষে স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে সমস্যার সমাধান হয়। এরপরেই রিয়াঙ্কা নেমে পড়ে ময়দানে। নিজের দুর্দশার কথা বলে শুরু করে প্রচার। বাল্যবিবাহের *এরপর নয়ের পাতায়*

পুরস্কার হাতে চার কন্যা।